চলচ্চিত্রের পত্রিকা

পার্থ রাহা

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের যুগ শু হয় ৭ জুলাই ১৮৯৬ সালে, ল্যুমিয়ের ভাইরা বোম্বাইয়ের ওয়াটসন্স হোটেলে প্রথম চলমান ছবি দেখান। চলচ্চিত্র জন্মের তারিখ ধরা হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫। সন তারিখ হিসেবে তার কয়েকমাস পরেই চলচ্চিত্রের ভারত আগমন। কলকাতাতেও তার কদিন পরেই চলমান ছবি দেখানো হয়। স্টার থিয়েটারে। অনেক খোঁজ াখুঁজি করেও দিনের হিসেব পাওয়া যায়নি। স্টার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো ছিল নেহাত মজার একটা বাড়তি উপকরণ। ম্যাজিক বা সার্কাসের মতোই। কিন্তু এই শহর কলকাতাতেই তার বছর দুয়েকের মধ্যেইএই অজানা ম্যা জিকটির যথেচিত মর্যাদা দিয়েছিলেন, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাঁফো তাঁর ছাত্ররদের পড়াবার সময় সিনেমার ব্যবহার করলেন, আর্কলাইট প্রোজেকটারের মাধ্যমে। সিনেমার কৌলীন্য বাড়ল।

এই খ্রিষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৯৯৮ সালে বাংলার হীরালাল সেন সিনেমা দেখাতে শু করেন। কিছু ইংরেজি জানা শিক্ষিত মানুষ, যেমন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বুঝেছিলেন এর ভবিষ্যৎ শক্তির কথা। তিনি মঞ্চে ঘোড়াসুদ্ধ অর্জুনের রথ আনার মতোই মঞ্চে সিনেমার দৃশ্য ঢুকিয়ে চমকদার মজা এনেছিলেন। অবশ্যই দর্শক টানার জন্য। কিন্তু হীর ালাল সেন আজ বেঁচে আছেন সেদিনের কিছু দর্শকদের মুখের কথায়। কয়েকটি হলুদ হ্যান্ডবিলে। এদিকে পশ্চিমের দাদাস াহেব ফালকের ছবি আমরা দেখতে পাই। তিনি অনেক বেশি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত । হীরালাল সেন অবজ্ঞাত আর দাদাস াহেব ফালকের নামে রাষ্টীয় তকমা মারা পুরস্কার।

সিনেমা চেনানোর প্রথম সত্যিকার প্রচেষ্টা শু করেন এক পারসি ব্যবসায়ী। নাম জে. এফ. ম্যাডান। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি কলকাতা জুড়ে কয়েকটি সিনেমা হল তৈরি করেন। সেখানে সার্কাস, ম্যাজিক বা থিয়েটারের অঙ্গ হিসেবে নয়, সরাসরি শুধুমাত্র সিনেমা দেখানোরই ব্যবস্থা করা হয় । ছবি দেখানো থেকে শু। পরিণতি পায় প্রযোজনায়। প্রথম ব াংলা ছবি বিল্বমঙ্গল। পরিচালক পারসি স্তমজি দোতিয়ালা। প্রা উঠতে পারে সেদিনেরসেই কথা না বলা নির্বাক ছবিকে ব াংলা ইংরেজি তকমা মারব কীভাবে? নামপত্র হত বাংলায়। আর মাঝে মাঝে কাহিনিসূত্র লেখা হত বাংলায়।

ম্যাডানের সাফল্যে উৎসাহী হয়ে কিছু বাঙালি তণ সিনেমাশিল্পের দিকে ঝুঁকলেন। যেমন ধীরেন গাঙ্গুলি (ডি.জি.), নীতিন বসু। যেমন আরোরা'র আদি পুষ অনাদিনাথ বসু। এসবই ১৯২১ সালের কথা।
তখনও কিন্তু সিনেমা নিয়ে লেখালেখি শু হয়নি। কোনো গুত্বই পায়নি চলচ্চিত্র। তখনও বাংলার বুদ্ধিজীবীরা কোনোভ াবেই শিল্পমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে মনে করেননি। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবী, স্বদেশি কংগ্রেসি আদর্শে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক বা নাস্তিক বুদ্ধিজীবী, ইংরেজ অনুগৃহীত নতুন মুৎসুদ্দি বুদ্ধিজীবী কোনোভাবেই বায়োস্কোপকে সেদিন অ ামোদমাধ্যম বা আনন্দ দেওয়ার বাগবাজারি মৌতাত-এর বেশি ভাবতে পারেননি।

প্রথম বাঁক এল রবীন্দ্রনাথের গল্প যখন সিনেমার আঙ্গিনায় প্রবেশ করল। ঠাকুবাড়ির কুলীন সাহিত্য পত্রিকা বিগত শত াব্দীর শেষে দ্বিজেন্দ্রনাধ ঠাকুর সরলাদেবীর রবীন্দ্রনাথ হয়ে এই শতাব্দীতে স্বর্ণকুমারী দেবীর হামেত আসে। ১৯২২ - ২৩ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার ভার তুলে দেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় আর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্য ায় হাতে। সম্পাদকীয় দপ্তর চলে যায় ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে। ঠিক এই সময়েই নরেশচন্দ্রমিত্র রবীন্দ্রনাথের কাহিনির

চলচিচত্রায়িত রূপ মানভঞ্জন তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনির প্রথম চিত্ররূপ। ভারতী পত্রিকায় মানভঞ্জন -এর চিত্রসমালোচনা করেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। আমাদের জানা বাংলা ভাষায় এইরচনাই প্রথম চিত্রসমালোচনা, যদিও প্রবন্ধটির নাম ছিলল বাংলা বায়োস্কোপ। এখানেই প্রথম ঘোঘণা করা হল, ফিল্মের সেটে আর্টকে উপেক্ষা করলে চলবে না। বুড়াদের মামুলি কচকচি ভুলিয়ে সবুজের হাওয়ায় ফিল্মক্ষেত্রকেভরপুর করিয়া দেওয়া চাই। আর একাজ করতে পারে শুধু আর্টিস্ট। যাঁর প্রতিভা আছে। ভারতীয় ২৩ সালের শ্রাবণ - ভাদ্র সংখ্যায়।

কিন্তু চলচিচত্র সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরই কুলীন বুদ্ধিজীবীরা ছি - ছি করে উঠলেন। চলচিচত্রকে প্রবেশ করিয়ে সম্পাদকদ্বয় ভারতীকে হালকা করে দিচ্ছেন বলেল অভিযোগও উঠল। কিন্তু এসব অভিযোগকে উপেক্ষা করে ওই একই ঠিকানা থেরে প্রকাশিত হল এক নতুন পত্রিকা নাচঘর, শুধুমাত্র চলচিচত্রের না হলেও মূল বিষয ছিল থিয়েটার - সিনেমা আর কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমন বিষয় নিয়ে পত্রিকা বাংলায় এর আগে প্রকাশিত হয়নি। বোধ করি ভারতেও নয়। সম্পাদক ছিলেন দুই বিখ্যাত সাহিত্যিক যাঁদের অবাধ বিচরণ ছিল নাটক আর সিনেমার আভিনায়। তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় আর প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। বহু গুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। বহু গুত্বপূর্ণ সমালোচনা।

দ্বিতীয় দশক থেকেই শব্দ এসে গেছে ছবিতে। ছবি এখন ছায়াবাণী। হলিউডে শব্দের প্রবেশ বিপুল ঢক্কানিনাদে। শব্দের এই আত্রমণকে ব্যঙ্গ করেছেন আইনস্টাইন তাঁর লেখায় বিখ্যাত সাউন্ড ম্যানিফেস্টোয়। আর চ্যাপলিন তো সিটি লাইটের প্রথম দৃশ্যেই শব্দের এই প্রবেশের বিদ্ধে আত্রমণ করবেন।

আমাদের দেশে শব্দ আসে প্রায় নিঃশব্দ চরণে। স্বাভাবিক গতিতেই। এ নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে মনে হয়নি। ১৯৩১ -এর ১৪ ফেব্রুয়ারি মুন্নিবাই-এর গান দিয়ে শু হল বাংলা সিনেমায় শব্দের গৃহপ্রবেশ। ১৯৩১ -এর ১১ এপ্রিল বাংলার প্রথম সবাক ছবি বা পুরোপুরি সিনেমা জামাই ষষ্ঠীর মুত্তিলাভ। এর প্রযোজনার কৃতিত্বও ম্যাডানের।

এবার বাংলা সিনেমা শিল্পের নতুন বাঁক নিল। ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ত্রাস্ট-এর হোমরাচোমরা ব্যত্তি বি.এন. সরকার টালিগঞ্জে নতুন স্টুডিয়ো খুললেন। শু হল নিউ থিয়েটার্স -এর যুগ। নিউ থিয়েটার্স ছবির প্রযুত্তির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনল। স্টুডিয়ো চত্বর বা ফ্লোর তৈরি হল। শু হল স্টুডিয়ো সিস্টেম-এর যুগ। সরস্বতীর বর লাভ হয়তো উল্লেখ করার মতো নয়, কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপালাভ যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্টুডিয়ো সিস্টেমেরফলে বিনিয়োগের এই একক ব্যবস্থার লগ্নি বিনিয়োগকারী লাভ বা ক্ষতির চেহারাটা সরাসরি অনুভব করতে পারেন। বাংলা সিনেমা কোনোদিনই শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি। লগ্নি বিনিয়োগ আর তার থেকে মুনাফা পাওয়াইছিল এর লক্ষ্য। অকেটা শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলার মতো। স্বভাবতই ব্যাবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই লগ্নি বিনিয়োগের এই এককেন্দ্রিকতা বিচ্ছিন্ন হতে শু করল। এসে গেল পড়ন্ত জমিদার আর উড়ন্ত কালোয়ারদের বায়োস্কোপে পয়সা ঢেলে হঠাৎ নবাব হওয়ার লোভ। অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজেদের মূল্য তুলতে শিখলেন।

স্বাভাবিকভাবেই চলচিচত্রচর্চার আঙিনাও বেড়ে গেল। মানুষ উৎসাহিত হতে শু করল চলচিচত্র সম্বন্ধেযতটা না আর্ট হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি আমোদমাধ্যম হিসেবে। নিজেদের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন প্রযোজকসংস্থা নেপথ্যে মদত দিতে শু করলেন নানা চলচিচত্র পত্রিকাকে, প্রকাশিত হল বায়োস্কোপ। চিত্রলেখা, চিত্রপঞ্জি, দীপালী, ছায়া---এর মধ্যে বায়োস্কোপ প্রথমে সম্পাদনা করেন শৈলজান্দ মুখোপাধ্যায় আর সুধীরেন্দ্র সান্যাল। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন বিমল পাল। শৈলজানন্দের নিজস্ব চলচিচত্র পত্রিকা ছিল ছায়া। সে যুগের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য চলচিচত্র পত্রিকা ছিল চিত্রপঞ্জী। সম্পাদক হয়েছিলেন প্রথমে অবনী বসু, পরে বিভাস রায়চৌধুরী। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর আবার চল্লিশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেদিনের খ্যাতিমান চলচিচত্র সমালোচক বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীশ মুখোপাধ্যয়া আবার নাচঘরের মতোই সিনেমা আর নাটকে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নাম ছিল রূপমঞ্চ। কেমন ছিল

পত্রিকগুলি? উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে বলি। ১৯৩১ থেকে ৪০ পর্যন্ত কমবেশিআড়াইশো বায়োস্কোপ তৈরি হয়েছে। পরিচালক, তারকা, নায়ক গায়করা, সরকার মশাইরা গাড়িজুড়ি চেপেছেন। কিন্তু জীবনের ছায়াছবি আমরা কোথাও দেখতে পাইনি। যখন কলকাতার পথে পথে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও ধবনি বাংলার অর্ধেক মানুষকে নিশ্চিহ্ন করেছে, তখন বড়ুয়া সাহেবেরা অকিঞ্চিৎকর হাসির ছবির তৈরি করেছেন রজতজয়ন্তী। একই প্রতিফলন সিনেমা বিষয়ক পত্রিকাতেও। তারকাদের গতিবিধি নিয়ে সম্পাদক মশাইরা যত না আকুল ছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ নিস্পৃহ ছিলেন সিনেমা সম্পর্কে শিল্পসম্মত প্রবন্ধ রচনায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোরঝলকানির মতোই নরেন্দ্র দেব, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বা হেমেন্দ্রকুমার রায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, আর সে প্রবন্ধগুলিও কোনো ধারা সৃষ্টি করেনি। সাহিত্য আর চলচ্চিত্র নিয়ে একটি মাত্র গুত্বপূর্ণ প্রবন্ধপ্রকাশিত হয় চিত্রলেখার ১৯৩০ -এর এক সংখ্যায়। লেখক জনৈক চিত্র সেন বরং চলচ্চিত্রের সঙ্গে অন্য কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন না। এমনই এক মানুষ নাচঘর -এ ১৯৩২ সলো সবাক চলচ্চিত্র নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ক্ষীণতনু প্রবন্ধটির নাম টকি।

১৯৪৭, এল আজকের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। রেখে গেল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আর দেশ ভাঙার অভিশাপ। এই ভাঙন আর গণনাট্য সংঘের আমূল প্রোথিত প্রভাবে কিছু চলচ্চিত্রপ্রেমী বুদ্ধিদীপ্ত যুবক মনে করতে শু করলেন, চলচ্চিত্র একটি শিল্পমাধ্যম। তাঁরা চলচিত্রে জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন ভালো ছবি তৈরি করা সম্ভব নয় ভালো ছবি না দেখলে, চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যম নিয়ে আলোচনা না করলে। কয়েকজন যুবক--- সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, নিমাই ঘোষ, বংশীচন্দ্র গুপ্তরা তৈরি করলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, সময়টা ১৯৪৭ সালে ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোবনের শু হল। আর কিছুদিন পরেই, ১৯৫২-র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি হিসেবে কলকাতায় এল বাইসাইকেল থিভস্, কুরোশোয়ার রশোমন, রসোলিনির,রোম, ওপেন সিটি। এসব ছবি নিয়ে আলোচনা জরি হয়ে দাঁড়াল। এমনই সময়ে মাদার-এর চলচ্চিত্রস্রষ্টা পুডভকিন এলেন কলকাতায়, দেখা করলেন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের সঙ্গে। তণদের কাছে জরি হয়ে দাঁড়াল এসব ছবি নিয়ে আলোচনা --- বিতর্কের। প্রকাশিত হল চিত্রপট। সেদিন থেকেই শু হল চলচ্চিত্রভাবনা নিয়ে প্রকৃত পত্রিকার। এরপর একে একে গড়ে উঠল ফিল্ম ইনস্টিটিউট, সিনে গিল্ড, ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিটের মতো ফিল্ম সোসাইট। প্রকাশিত হতে লাগাল তাদের নিজস্ব পত্রিকা। চলচ্চিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অপরিসীম।হয়তো মাঝে মাঝে অত্যন্ত উন্মার্গগামী আলোচনা। কূপের মণ্ডুক হওয়ার বাসনা। তবু চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এদের গুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। এর মধ্য মুভি মনতাজ, চিত্রবীক্ষণ, চিত্রভাষ বহু মূল্যবান প্রবন্ধের প্রকাশক বহু চলচ্চিত্রবেত্তার জন্ম দিয়েছেন। ইতোমধ্যে ফিল্ম সোসাইট আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুষ রামপালের উদ্যোগেজেলায় জেলায় গড়ে উঠল ফিল্ম সোসাইটি। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হতে শু হল কোচবিহার থেকে খড়দহ পর্যন্ত বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি মুখপত্র, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত লিটল ম্যাগাজিন, পাশাপাশি আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিনে পঞ্চাশের শেষ বা ষাটের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় --- যেমন আন্তর্জাতিক অাঙ্গিক, কল্পনির্ঝর, চিত্রচিন্তা। এমনই আর-কী পাশাপাশি চলচ্চিত্রের বাণিজ্যিক পত্রিকারও তখন রমরমা বাজার। উল্টেরথ, সিনেমা জগৎ, প্রসাদ, নতুন খবর তখন বাজার জাঁকিয়ে। তাদের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসের চিত্ররূপ ম্যাটিনির নারীকুলহৃদয় রোমাঞ্চিত করছে। পূর্ণ - প্রাচী - রাধায় দর্শক ওপচানো ভিড়। কেন এই বৈভব চলচ্চিত্র পত্রিকার ? কেননা বাংলা সিনেমার প্রকৃত স্বর্ণযুগ যদি কখনও চিহিত করতে হয় তো সেযুগ হল ১৯৫৫ থেকে ৬৫। একদিকে পথের পাঁচালী, অযান্ত্রিক, বাইশে শ্রাবণ, গঙ্গা-র মতো সৃষ্টি। অন্যদিকে হারানো সুর, সাগরিকার মতো হাউসফুল তকমা - লাগানো বাণিজ্যিক ছবি। যখন বোম্বাই সিনেমায় রাজকাপুর - দিলীপকুমারদের দাপট, তখনও আওয়ারা ঢেকে দিতে পারেনি ভারতীয় স্ত্রীদের শ্রী আর বৈভব। এরই মধ্যে মিডল সিনেমার অগ্রগতি--কাবুলিওয়ালা, হেডমাস্টার, বালিকা বধূদের সাফল্য। বাংলার সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরেই চলচ্চিত্র প্রবেশ করেছিল, প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে তার নানান স্তরের আলোচনাই প্রকাশিত হচ্ছিল পত্রিকায়। পত্রিকাও ছিল বাড়বাড়ন্তঅবস্থা।

আর এখন? পূর্ব ইউরোপের ভাঙনের পর, ঝিায়ন নামক বাণিজ্যিকরণের পর বিদেশি দূতাবাস থেকে নিখরচায় আর অ

াসে না রোমিয়ো জুলিয়েট অ্যান্ডডার্কনেস। কিংবা সেভেনথ্ - সিলের মতো ছবি। তাই ফিল্ম সোসাইটিগুলির দিকে চোখ ফেরালে কণা হয়। কলকাতায় নান্দনিক বদান্যতায় যদি বা কোরামিন- জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে ফিল্ম সোসাইটগুলিকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে, জেলার অবস্থা নিতান্তই কণ। বর্ধমান, বহরমপুর বা মেদিনীপুর ছাড়া ফিল্ম সোসাইটির অস্তিত্ব শুধুই কাগজে - কলমে। স্বভাবতই বহরমপুরের চেতনার চোখ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য জেলার পত্রিকা আমাদের হাতের তালুতে নেই। কলকাতায় চিত্রবীক্ষণ , ঋত্বিক ফিল্ম সোসাইটির এফ বা অন্বীক্ষণ অতি অনিয়মিত। তবু মাঝে মাঝে তাদের দেখা পাই। এফ কয়েকটি উল্লেখ করার মতো সংকলন প্রকাশ করেছ। ফেডারেশনের নিজস্ব পত্রিকা চিত্রভাবনার অবস্থাও অতি কণ। আর্থিক সংগতি থাকলেও একটি পত্রিকা প্রকাশ ধী আর চেতনার অভাবে কেমন করে নিঃশোষিত হয়ে যায় তার সাক্ষী চিত্রভাবনা।

উত্তমকুমারবিহীন ওয়ানম্যান ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা না আলোচনা করাই শ্রেয় সেখানে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র প্রকাশনা যে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা বলাই বাহুল্য। উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, ঘরোয়া প্রসাদের দিন শেষ, শুধু প্রফুল্ল সরকারি দাক্ষিণ্যে আনন্দলোক বোম্বাই (নাকি মুম্বাই ?) বিলাসে, হিন্দি বৈভবে জাজ্বল্যমান। বেল পাকলে যেমন কোনো পাখির কোনো উপকারে আসে না। এইজাতীয় পত্রিকা কী দুঃখিনী বাংলা সিনেমার ভবিষ্যতের ড্রপনিস উন্মোচিত করতে সাহায্য করবে?
তবু আশায় বুক বাঁধতে হবে, কেননা কে না জানে চলচ্চিত্রচর্চা অত্যন্ত জরি। এই দূরদর্শন মহিমার যুগে । আজও।

পরিশিষ্ট
সাহিত্য পত্রিরকা, যেখানে চলচ্চিত্র নিয়মিত আলোচিত (স্বাধীনতার আগে)
১ ভারতীয় - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীকালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
২ পুনশ্চ- প্রশান্ত চৌধুরী
৩ প্রবাসী - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৪ দীপালী - বঙ্কিম চ্যাটার্জি (১৯৪০)
৫ খেয়া - সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী
৭ দেশ - সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৮ বায়োস্কোপ - বিমল পাল (১৯৩০)
৯ রূপমঞ্চ - কালীশ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র পত্রিকা (স্বাধীনতার আগে)
১ চিত্রদীপ - জানা যায়নি
২ চিত্রপঞ্জী - অবনী বসু / বিভাস রায়চৌধুরী / বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায়
৩ ছায়া - শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪ নাচঘর - হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৯২৩)
৫ জলছবি - জানা যায়নি।

চলচ্চিত্র পত্রিকা, সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত (স্বাধীনতার পরে)
১ উল্টোরথ - প্রসাদ সিংহ, গিরীন্দ্র সিংহ
২ সিনেমা জগৎ
৩ প্রসাদ - প্রণব বসু
৪ নব কল্লোল - মধুসূদন মজুমদার

৫ জলসা
৬ নতুন খরব - ধীনের মল্লিক।
৭ ঘরোয়া - বীরেন সিমলাই।
৮ চিত্রলেখা - বিভূতি ব্যানার্জী।

চলচিত্র পত্রিকা (স্বাধীনতার পরে)
১ ছায়াপত্র - কল্যাণ দাশগুপ্ত
২ চিত্রকলা - রমেন্দ্র কুমার দে
৩ চিত্রবাণী - গৌর চট্টোপাধ্যায়
৪ রূপবাণী - ফণীন্দ্র পাল
৫ রূপাঞ্জলি - সুধাংশু বক্সী

চলচিচত্রচর্চার পত্রিকা
১ আন্তাজাতিক আঙ্গিক - রাণা সরকার
২ শিল্প সপ্তম - অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
৩ সিনেমা ভাবনা - সন্দীপন মজুমদার
৪ ফিলম - গুদাস ভট্টাচার্য, হীরেণ বসু
৫ চলচিচত্র - দেবীপদ ভট্টাচার্য
৬ কল্পর্নিঝর - সন্দীপ রায়
৭ চিত্রচিন্তা - উৎপল সরকার

ফিলম সোসাইটি সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা
১ মুভি মমতাজ - ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট
২ মন্তাজ - ঋত্বিক চলচিচত্র সংসদ ঢাকা
৩ চিত্রভাবনা - ফেডারেশান অব ফিলম সোসাইটি অব ইন্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল)
৪ চিত্রবীক্ষণ - ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি
৫ চিত্র পট - ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি
৬ চলচিচন্তা - ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট
৭ এফ - ঋত্বিক সিনে সোসাইটি
৮ অন্বীক্ষণ - সিনে সাউথ, কলকাতা
৯ প্রসঙ্গ চলচিচত্র - সিনে গিল্প, বালী
১০ চেতনার চোখ - বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটি
১১ চিত্রভাষ - নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি
১২ ফিল্ম বুলেটিন - পিপল্স্ সিনে সোসাইটি।

বাংলা আকাদেমির সংকলন শতজল ঝর্ণার ধ্বনী থেকে সংগ্রীহিত